بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩রা জুলাই, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মহানুভবতা এবং দানশীলতার আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মহানুভবতা এবং দানশীলতার আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, **হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ছিল এক অগাধ সমুদ্রের ন্যায় এবং তাঁর হাত ছিল মুক্তঝরা মেঘের ন্যায় বর্ষণমুখর যা চারপাশকে সিক্ত করে চলত আর রমযান মাসে এই ধারা অনেক বৃদ্ধি পেত।**

আব্দুল গাফফার কাশ্মীরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন তার বিয়ে হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দুটি মূল্যবান অলংকার প্রদান করেছিলেন। এটি তাঁর আর্বিভাব বা নবুয়্যতের দাবির পূর্বের কথা, যখন তিনি নিভৃতে জীবন যাপন করছিলেন।

বশীর ভাট্টি সাহেবের মাতা বর্ণনা করেন, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব (রা.)-র বিয়ের অনুষ্ঠানে একজন গায়িকা মহিলা ঢোল নিয়ে আসে এবং তা বাজাতে শুরু করে। হুযূর (আ.) এটি দেখে বলেন, তাকে বলো যেন সে এটি না বাজায় এবং যা কিছু চায়, তাকে তা দিয়ে দাও। ফলে তাকে চার-পাঁচ রুপি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সে বলতে আরম্ভ করে, শীতকাল এসে গেছে এবং তার শীত লাগছে; তাই তিনি (আ.) তাকে একটি লেপও দিয়ে দিতে বলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বাগ্রে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো বিশেষ পোশাকের প্রতি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোনো শখ বা আগ্রহ ছিল না। জীবনের শেষ দিনগুলোর কয়েক বছর তাঁর কাছে অনেক তৈরি পোশাক আসত, বিশেষ করে কোট ইত্যাদি। পাগড়ি অধিকাংশ সময় তিনি নিজেই কিনে এনে বাঁধতেন। যেভাবে কাপড় তৈরি করা হতো, ঠিক সেভাবেই তা খরচও হয়ে যেত অর্থাৎ তাবাররুক হিসেবে যারা চাইতেন, তাদেরকে তা দিয়ে দেওয়া হতো।

হযরত মীর মেহেদী হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব (রা.) আমার কাছে 'চশমায়ে মসীহী' বইয়ের একটি কপি চেয়েছিলেন। আমি উত্তরে বলি, হুযূর (আ.) নির্দেশ দিয়েছেন যেন অফিসে নির্দিষ্ট সংখ্যক কপি মওজুদ থাকে, কারণ কখনো কখনো সরকার তা তলব করে থাকে। এখন আর কোনো অতিরিক্ত কপি নেই। আপনি হযরত সাহেব (আ.)-এর সমীপে লিখে চাইতে পারেন। এরপর তিনি হযরত সাহেবকে লেখেন আর তিনি (আ.) তাকে একটি কপি প্রদান করেন।

হযরত মুন্সী যাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.)-এর কাছে কস্তুরী থাকত। একবার আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমার কস্তুরী প্রয়োজন। তিনি তখন (কস্তুরীর) কৌটাটি আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন নিয়ে নিন। আমি তা থেকে সামান্য একটু নেই। তখন তিনি মুচকি হেসে বলেন, এ তো খুবই সামান্য। এরপর তিনি নিজেই প্রায় এক থেকে দেড় তোলা কস্তুরী আমাকে দান করেন। এটি অনেক মূল্যবান বস্তু ছিল; আজও অনেক মূল্যবান। সাধারণত চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মূল্য কম বা বেশি সেদিকে তাঁর কোনো ভ্রুক্ষেপই ছিল না।

একবার নিহাল সিং নামে কাদিয়ানের এক চরম আহমদী বিরোধী ব্যক্তির কোনো আত্মীয়ের জন্য কস্তুরীর প্রয়োজন হয়। সে সর্বদা অন্য লোকদের সাথে মিলে আহমদীদের কষ্ট

দিত এবং গালিগালাজ করা তো তার নৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। ঠিক সেই দিনগুলোতে যখন মামলা চলছিল, তখন তার ভাতিজা সান্তা সিং-এর স্ত্রীর জন্য কস্তুরির প্রয়োজন পড়ে। অন্য কোনো জায়গা থেকে যে কেবল কস্তুরি পাওয়া যাচ্ছিল না তা-ই নয়, বরং এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি বস্তুও ছিল যা সরবরাহ করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। তাই সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্বারে উপস্থিত হয়ে কস্তুরি যাচনা করে। চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে বের হয়ে আসেন এবং তাকে বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করিয়ে তার নিবেদন শোনামাত্রই তিনি ভেতরে চলে যান এবং তদনুযায়ী তিনি প্রায় অর্ধেক তোলা পরিমাণ কস্তুরি এনে তার হাতে তুলে দেন।

তাঁর হৃদয়ে তাঁর বন্ধুদের জন্য কতটা দরদ ও ব্যাকুলতা ছিল এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং এর সপ্তম দিনে মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে তার খিঁচুনি রোগ-এর লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। আমি মাগরিবের পর হুযূর (আ.)-এর কাছে ছুটে যাই। তিনি বলেন, এটি তো অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগের পূর্বাভাস। তুমি তোমার স্ত্রীকে হিং দাও এবং এক-দেড় ঘণ্টা পর আমাকে অবগত করো। আমি এশার পর আবার যাই এবং নিবেদন করি যে, রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একটির পর আরেকটি ওষুধ প্রস্তাব করতে থাকেন এবং তা যথারীতি সেবনও করানো হতে থাকে, তথাপি রোগ বাড়তেই থাকে। এমনকি একপর্যায়ে রোগীর প্রচণ্ড বমি হয় যা এই রোগের চরম অবস্থা। এরপর তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, ঘাড় পেছনের দিকে বেঁকে যায়, চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে এবং বাকশক্তি লোপ পায়। আমি দৌড়ে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি, আমার কণ্ঠস্বর শুনে তিনি দরজা খুলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, সব ঠিক আছে তো? আমি বললাম, এখন অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে বলেন, **পার্থিব যত অস্ত্র (তথা চিকিৎসা ও উপায়) ছিল, তা আমরা ব্যবহার করেছি। এখন একটি অস্ত্রই বাকী আছে আর তা হলো দোয়া। তুমি যাও! এখন আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব, যখন সে আরোগ্য লাভ করবে।** আমি এ কথা শুনে বাড়ি ফিরে আসি এবং স্ত্রীকে বলি, এখন তোমার আর চিন্তা কী? এখন তো দায়িত্বগ্রহণকারী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। সে সময় রাত দুটো বেজে গিয়েছিল, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে কোনো পাত্রের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে, তখন দেখি, আমার স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সে বলে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ার দু'ঘণ্টা পরই আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। হুযূর (আই.) বলেন, এ ঘটনা থেকে বন্ধুদের প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ ও বদান্যতা উভয়টিরই সর্বোচ্চ মান প্রকাশ পায়।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) লিখেছেন, যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী ও জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি ওষুধ তৈরি করা শুরু করেন। হুযূর (আই.) এর নাম রেখেছিলেন **তরইয়াকে এলাহী** আর এই ওষুধের কোনো নির্ধারিত ফর্মুলা ছিল না, বরং যেভাবে আল্লাহ তা'লার ওহীয়ে খফী তথা প্রচ্ছন্ন ওহী নির্দেশনা দিত তিনি সেভাবেই এর উপাদানগুলো সংগ্রহ করতেন। এই ওষুধে কয়েক হাজার টাকার রত্ন ও বহু মূল্যবান ওষুধ মেশানো হয়েছিল। যখন এই ওষুধ তৈরি হয়ে যায়, তখন হুযূর (আ.) অত্যন্ত উদারতার সাথে তা বিতরণ করেন কিন্তু কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও নেন নি। বরং যারা বাইরে থেকে অর্ডার করতো, তাদের কাছে রেজিস্টার্ড পার্সেলও নিজ খরচে পাঠাতেন। ডাক্তার সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি দুই-তিন মাশা (প্রায় ২-৩ গ্রাম) পরিমাণ প্রতিষেধক চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাকে অনেক বেশি পরিমাণে অর্থাৎ, কৌটায় ভরে রেজিস্ট্রি করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইরফানী সাহেব (রা.) স্বয়ং লিখেছেন, আমিও যখন নিবেদন করেছিলাম, তখন আমাকেও অনেক বেশি পরিমাণে প্রদান করেছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখতেন। একবার হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) তাঁর চিঠিতে হুযূর (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, গর্ভধারণজনিত কারণে বাড়িতে এমন অবস্থা চলছে যে, খাবার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না; রুটি তো তন্দুর থেকে বানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু তরকারি রান্না করতে সমস্যা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি অনুরোধ করেন যেন লঙ্গরখানা থেকে তরকারির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তখন তিনি (আ.) লঙ্গরখানার ইনচার্জকে নির্দেশনা দেন যে, মুফতী সাহেবকে যেন লঙ্গরখানা থেকে দুই বেলার জন্য উন্নত মানের তরকারি দিয়ে দেওয়া হয়।

একবার গবেষণার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদলকে নসীবীন পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের প্রস্তুতির জন্য তিনি (আ.) প্রত্যেককে পঞ্চাশ রূপি করে প্রদান করেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে এই প্রতিনিধিদলের আর যাওয়া হয়নি। যখন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য সেই পঞ্চাশ রুপি ফেরত দিতে চান তখন তিনি (আ.) বলেন, আমি যখন কাউকে কিছু দিই তা আর ফেরত নিই না।

একবার লঙ্গরখানার জন্য খরচের অর্থ শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি (আ.) বলেন, হযরত আম্মাজানের কাছ থেকে কোনো অলংকার নিয়ে যা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হতে পারে তা বিক্রি করে ব্যবস্থা করে নাও। দু'দিন পর আবারও খরচ শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি (আ.) বলেন, **আমরা বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, এখন আমাদের আর প্রয়োজন নেই। যাঁর অতিথি, তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে দেবেন।** এর পরদিন সকাল আটটা-নয়টার দিকে যখন ডাক পিয়ন আসে, তখন তার হাতে প্রায় দশ-পনেরোটি মানিঅর্ডার ছিল, যেগুলোর কোনো কোনোটি একশ' আবার কোনোটি পঞ্চাশ রুপির ছিল এবং বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছিল। তিনি সেই মানিঅর্ডারগুলো গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন।

একবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র আকার ধারণ করলে তিনি (আ.) নির্দেশ দেন যেন লঙ্গরখানায় আটা খামির হতে থাকে এবং রুটি প্রস্তুত থাকে। রুটি যাচনাকারীকে যেন রুটি দেওয়া হয় এবং কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত সেবক শেখ হামেদ আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি (আ.) আমার কাছে কখনো কোনো হিসাব চাননি এবং কখনো আমার ওপর অসন্তুষ্টও হননি।

হযরত শেখ আহমদ দ্বীন সাহেব (রা.)-কে একবার তিনি কোনো কাজে অমৃতসরে পাঠিয়েছিলেন এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন পরের দিন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি পরের দিন দেরিতে ফেরত আসি, ততক্ষণে তিনি আমার চিন্তায় তাঁর সেবক মিয়াঁ করমদাদ সাহেবকে আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হই, তখন সবার আগে তিনি বলেন, আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো? তাঁর এভাবে খোঁজখবর নেওয়ায় আমার মন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে যায়। আমি যখন হিসাব দিতে চাইলাম তখন তিনি বলেন, আমার আর আপনার মাঝে কিসের হিসাব! এই টাকাগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন।

হযরত হেকীম মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেব (রা.) একবার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। যখন তিনি সেই ঋণের অর্থ ফেরত পাঠান, তখন তিনি (আ.) এটি

খুবই অপছন্দ করেন এবং বলেন, আপনি কি আমাদের টাকাকে আপনার টাকা থেকে আলাদা মনে করেন?

এমন আরও বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করে পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, এগুলো হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যবহারিক আদর্শ। **আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আবদিকাল মাসীহিল মওউদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)